রূপালী ব্যাংক লিঃ,
পল্লীঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ইস্তেহার নং - প্রকা/পল্লীঋণ/০১ তারিখঃ ১১.০৩.২০১০ ইং

সকল শাখা, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান
কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানগণের প্রতি।

বিষয়ঃ যুব/কৃষক ঋণ কর্মসূচী।

সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকে কৃষকদের ''কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড'' এর বিপরীতে ১০/- টাকা জমার মাধ্যমে ব্যাংক আমানত হিসাব খোলার জন্য বাংলাদেশ -ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ০১.০২.২০১০ ইং তারিখের বিআরপিডি (পি-১)/৭৬০/২ (সার্ভিস চার্জ)/২০১০-৩৩১ নং পত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদানুযায়ী প্রধান কার্যালয় উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ হতে ২৪.০১.২০১০ ইং তারিখে প্রকা/উন্নয়ন/২০১০/১৪ নং ইস্তেহারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যে সমস্ত কৃষক ''কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড'' পেয়েছেন এবং যাদের ব্যাংক হিসাব আছে অথবা ব্যাংক হিসাব খুলবেন এমন কৃষকগণের কৃষি কাজে সহায়তার লক্ষ্যে ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে ঋণ বিতরণের নীতিমালা ১৪.০২.২০১০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮১৩ তম সভায় অনুমোদিত হয়। যুব/কৃষক ঋণ কর্মসূচীর অনুমোদিত ঋণ নীতিমালার বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১. ঋণ কর্মসূচীর নাম ঃ যুব/কৃষক ঋণ কর্মসূচী।

২. কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ঃ
(১) কৃষকদেরকে সঞ্চয়মুখী করা এবং তাদেরকে বিনিয়োগে উৎসাহী করা এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।
(২) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষিকাজ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের দোরগোড়ায় ঋণ সুবিধা পৌছে দেয়া।
(৩) কৃষি ঋণ খাতে অধিক হারে বিনিয়োগ এবং গ্রামীণ ঋণের বহুমুখীকরণ।
(৪) ব্যাংকের নতুন বিনিয়োগ খাত সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।

৩. প্রকল্প এলাকা ঃ গ্রামীণ ও উপজেলা পর্যায়ের রূপালী ব্যাংকের সকল শাখার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৪. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ
(১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত ''কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড'' প্রাপ্ত কৃষক অথবা অন্য যেকোন প্রকৃত কৃষক পরিবারের সদস্য এই কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে।
(২) ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়স্ক এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা।
(৩) শাখায় কৃষকের নামে সঞ্চয়ী আমানত হিসাব থাকতে হবে অথবা হিসাব খুলতে হবে।
(৪) কৃষিকাজ করার মত নিজস্ব সম্পত্তি আছে এমন কৃষক অথবা বর্গাচাষী।
(৫) ঋণপ্রার্থীর কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপী ঋণ থাকলে এ ঋণের জন্য যোগ্য হবে না।
(৬) ঋণ প্রার্থী কৃষকগণকে ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা গ্রুপ পর্যায়ে এই ঋণ প্রদান করা যাবে।
(৭) এনজিওর গ্রুপভূক্ত কৃষকগণকে এনজিওর মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক এনজিও লিংকেজ ঋণ কর্মসূচীর নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। শুধুমাত্র এই ঋণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রে এনজিওদের লোন পোর্টফলিও ৫০.০০ কোটি টাকা হতে হ্রাস করে ৩০.০০ কোটি টাকা বিবেচনা করা যাবে।

চলমান পৃষ্ঠা নং-২

৫. ঋণ নিয়মাচার ঃ সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত টাকার পাঁচগুন পরিমাণ ঋণ বিতরণ করা যাবে। ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ২.০০ লক্ষ টাকা। তবে গ্রুপ পর্যায়ে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া যেতে পারে। জমাকৃত টাকা ঋণের বিপরীতে লিয়েন থাকবে।

৬. সুদের হার ঃ বার্ষিক সুদের হার হবে ১০% , যা সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল।

৭. ঋণ পরিশোধের সময়কাল। ঃ ঋণ বিতরণের তারিখ হতে ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ড সহ অনধিক ২ (দুই) বছরের মধ্যে সুদসহ ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তবে মৌসুমী ফসল অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে ফসল উঠা অথবা ব্যবসা শেষে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৮. জামানত ঃ

(১) ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়ক জামানতমুক্ত। তবে সরকারী/বেসরকারী চাকুরীজীবী অথবা এলাকার সম্মানিত/সুশিক্ষিত ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় ব্যক্তির গ্যারান্টি নিতে হবে। ৫০,০০০/- টাকার উর্ধে ঋণের ক্ষেত্রে ঋণসীমা কভার করে সহায়ক জামানত নিতে হবে।

(২) ‘‘ কৃষি উপকরণ ও সহায়তা কার্ড ’’ এর সত্যায়িত ফটোকপি অথবা প্রকৃত কৃষক মর্মে ইউপি চেয়ারম্যানের সনদপত্র নিতে হবে।

(৩) ২ কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি।

(৪) ব্যাংকের প্রচলিত চার্জ ফরম গ্রহণ করতে হবে।

৯. অনুমোদন ক্ষমতা ঃ উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতায় অনুমোদনযোগ্য। ২.০০ লক্ষ টাকার উর্ধের ঋণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রধানের ক্ষমতায় অনুমোদনযোগ্য। তবে শাখা ব্যবস্থাপকগণ ঋণ দেয়ার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অঞ্চল প্রধানকে ই-মেইল/ ফ্যাক্স এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিষয়ে অবহিত করতে হবে। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক প্রধানের ক্ষমতায় অনুমোদনযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ অনুমোদনের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ই-মেইল/ ফ্যাক্স এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের বিষয়ে অবহিত করতে হবে। উর্ধতন কার্যালয় থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোন মতামত না পাওয়া গেলে স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এনজিওদের ক্ষেত্রে ব্যাংক এনজিও লিংকেজ কর্মসূচীর আওতায় পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতায় অনুমোদনযোগ্য।

১০. ঋণ বিতরণ পদ্ধতি ঃ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরের পর ৩ কিস্তিতে ঋণ বিতরণ করা যাবে। বিতরণকৃত কিস্তির টাকা সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পর পরবর্তী কিস্তির টাকা বিতরণ করা যাবে।

১১. বরাদ্দ ঃ উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ২০০৯-২০১০ইংসনে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ১০.০০(দশ) কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলো। অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দ পরিশিষ্ট - ‘ক’ তে দেওয়া হলো।

১২. ঋণ আবেদনপত্র ঃ উক্ত ঋণ কর্মসূচীর আবেদনপত্রের নমুনা পরিশিষ্ট -‘খ’ সংযুক্ত করা হলো।

উপরোক্ত ইস্তেহারে কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে বা সুপারিশ থাকলে তা পল্লীঋণ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

(মোঃ এনামুল ইসলাম খান)
মহাব্যবস্থাপক।

রূপালী ব্যাংক লিঃ

পল্লীঋণ বিভাগ , প্রধান কার্যালয় , ঢাকা ।

পরিশিষ্ট - ‘ ক ’

বিষয়ঃ যুব/কৃষক ঋণ কর্মসূচীর ২০০৯-২০১০ইং সনের জন্য অঞ্চলওয়ারী বরাদ্দের পরিমাণ ।

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	মোট
১.	চট্টগ্রাম (পূর্ব)	৩০.০০
২.	চট্টগ্রাম (পশ্চিম)	৩০.০০
৩.	ফেনী	৩০.০০
৪.	নোয়াখালী	৪০.০০
৫.	কুমিল্লা	৪০.০০
৬.	সিলেট	৪০.০০
৭.	মৌলভীবাজার	৪০.০০
৮.	ময়মনসিংহ	৫০.০০
৯.	জামালপুর	৪০.০০
১০.	টাংগাইল	৪০.০০
১১.	ঢাকা উত্তর	৪০.০০
১২.	ঢাকা দক্ষিণ	৪০.০০
১৩.	নারায়নগঞ্জ	৪০.০০
১৪.	ফরিদপুর	৫০.০০
১৫.	বরিশাল	৫০.০০
১৬.	পটুয়াখালী	৪০.০০
১৭.	খুলনা	৪০.০০
১৮.	যশোহর	৪০.০০
১৯.	কুষ্টিয়া	৪০.০০
২০.	পাবনা	৪০.০০
২১.	রাজশাহী	৫০.০০
২২.	বগুড়া	৫০.০০
২৩.	রংপুর	৫০.০০
২৪.	দিনাজপুর	৫০.০০
সর্বমোট ঃ		১০০০.০০

উপরোক্ত আঞ্চলিক বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে পুনঃ বরাদ্দ করে ২১.০৩.২০১০ ইং তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য আঞ্চলিক প্রধানগণকে নির্দেশ দেয়া হলো ।

রূপালী ব্যাংক লিঃ

পল্লীঋণ বিভাগ , প্রধান কার্যালয় , ঢাকা ।

পরিশিষ্ট - ‘ খ ’

যুব/কৃষক ঋণ কর্মসূচীর ঋণগ্রহণের আবেদনপত্র ।

ব্যবস্থাপক ,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
.... শাখা ,
.... ।

সত্যায়িত ছবি

বিষয় ঃ **যুব/কৃষক ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন প্রসংগে ।**

প্রিয় মহোদয় ,

আমি/আমরা আপনার শাখা হতে ------------------ চাষের জন্য/ক্রয়ের জন্য/কর্মকান্ডের জন্য/ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য যুব/কৃষক ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক এবং সেহেতু তদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিম্নে পরিবেশন/সরবরাহ করছি ঃ

১. নাম ঃ
পিতা/স্বামীর নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
জাতীয় পরিচয়পত্র নং ঃ
কৃষক পরিচয়পত্র/কৃষি
উপকরণও সহায়তা কার্ড নং ঃ

২. ঠিকানা ঃ- (ক) স্থায়ী ঃ গ্রাম - পোঃ -
উপজেলা - জিলা -

(খ) বর্তমান ঃ গ্রাম - পোঃ -
উপজেলা - জিলা -

৩. পেশা .... । প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) ....
অভিজ্ঞতা ঃ ....

৪. বয়স ঃ

৫. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ বসতবাড়ী .... শতক ,
চাষের জমি .... শতক ,
অচাষযোগ্য জমি (পুকুর ইত্যাদি) .... শতক ।

৬. ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ঃ ....

৭. প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ ঃ .... টাকা ।

৮. প্রকল্পের জমি ঃ নিজস্ব .... , লীজপ্রাপ্ত ....

উপজেলা	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	পরিমাণ

লীজপ্রাপ্ত হলে লীজদাতার নাম ঃ ....
(লীজ দলিল গ্রহণ করতে হবে)

চলমান পৃষ্ঠা নং-২

৯. পূর্ব গৃহীত ঋণ ঃ হ্যাঁ / না ।
গৃহীত হলে ঃ ব্যাংক/শাখা ঃ
গৃহীত ঋণের পরিমাণ ঃ
বর্তমান বকেয়া ঃ তারিখ ঃ
ঋণ পরিশোধের শেষসীমা ঃ

১০. সনাক্তকারী ঃ
নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

স্বাক্ষর

১১. নিশ্চয়তা প্রদানকারী
নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

স্বাক্ষর

১২. (গ্রুপের অন্যান্য সদস্যগণ) ।

১.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা ঃ

২.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা ঃ

৩.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা ঃ

৪.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা ঃ

আমি/আমরা এমর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে , আমার/আমাদের সরবরাহকৃত উপরোক্ত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল । আমি/আমরা অংগীকার করছি যে , ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত এবং আরোপিত নিয়মাবলী যথাযথ মেনে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা গ্রহণ করব , ঋণের সদ্ব্যবহার করা এবং নির্ধারিত সময়সীমায় ঋণের টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব। আমি আরও অংগীকার করছি যে , যদি নির্ধারিত সময়ের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হই , তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারবেন ।

তারিখ ঃ ঋণ আবেদনকারীর স্বাক্ষর ।

ব্যাংক শাখার অংশ ।

১. ঋণ আবেদনকারীর বর্ণনা ঃ ভূমিহীন/প্রান্তিক কৃষক/শিক্ষিত/অশিক্ষিত/বেকার/দুঃস্থ মহিলা ।
পেশা ঃ
২. গ্রুপ গঠনের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
৩. অন্য কোন ব্যাংক/এনজিওতে
দেনা আছে কিনা ঃ হ্যাঁ/না

ইস্তেহার নং প্রকা/পল্লীঋণ/ তারিখ ইং এর যাবতীয় শর্তাবলী পরিপালিত হওয়ায় জনাব ------------------------------ এর অনুকূলে -- চাষের/কর্মকান্ডের জন্য ৳ --------------- ( ) টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো ।

তারিখ ঃ শাখা ব্যবস্থাপক (সীলসহ স্বাক্ষর) ।

গ্রুপ গঠন ও গ্যারান্টি পত্র ।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তিবর্গ , পেশা --------------------------------- , ----------------------- চাষে/কর্মকান্ডের সুবিধার্থে এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ---------------------- শাখা হতে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অদ্য ---------------------- ইং তারিখে গ্রুপ ভুক্ত হলাম। আমরা অংগীকার করছি যে, ব্যাংকের সকল নির্দেশাবলীসহ গ্রুপের সকল নিয়মাবলী মেনে চলব। আমরা আরও অংগীকার করছি যে, আমরা সমবেত ও পৃথকভাবে এবং বিনা ওজর আপত্তিতে আমাদের সম্মুখে সকলের গৃহীত ঋণের টাকা সুদ ও আদায়ের খরচাসহ সমুদয় টাকা ঋণের শর্তানুসারে যথাসময়ে ব্যাংকের নিকট পরিশোধ করনের লক্ষ্যে এবং ঋণের টাকা যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্তে নিশ্চয়তা স্বরূপ একে অপরের জন্য জামিন থাকিয়া স্বজ্ঞানে নিম্নে সহি সম্পাদন করলাম।

১.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা/স্বামী ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গৃহীত ঋণ ঃ ৳

২.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা/স্বামী ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গৃহীত ঋণ ঃ ৳

৩.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা/স্বামী ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গৃহীত ঋণ ঃ ৳

৪.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা/স্বামী ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গৃহীত ঋণ ঃ ৳

৫.

স্বাক্ষর

নাম ঃ
পিতা/স্বামী ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ

গৃহীত ঋণ ঃ ৳

গ্রুপের সদস্যগণ আমার সম্মুখে উপরোক্ত
সহি সম্পাদন করেছেন ঃ

ব্যবস্থাপক।
(সীলসহ স্বাক্ষর)